দৈনিক

ইনকিলাব

তারিখ 26 APR ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইনকিলাব : বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্রাসা বোর্ড)-এর উদ্যোগে গতকাল সকালে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদবিরোধী জাতীয় সেমিনারে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সেমিনারে নেতৃবৃন্দ

দেশের একমাত্র শিক্ষানীতি হতে হবে কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা

দাবী আদায় ও হয়রানি বন্ধ না হলে কঠোর আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর উদ্যোগে আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী জাতীয় সেমিনারে বেফাক নেতৃবৃন্দ এবং ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দেশের শিক্ষানীতি হতে হবে একটি। আর তা হতে হবে কোরআন সুন্নাহভিত্তিক ধর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কওমী সনদের স্বীকৃতির দাবী করেন। তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও তথ্য সংগ্রহের নামে বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসায় হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। তারা এ হয়রানি অবিলম্বে বন্ধের দাবী করেন। অন্যথায় কওমী মাদ্রাসাসমূহ তাদের দাবী আদায়ে কঠোর আন্দোলনের পথ পৃঃ ২ কঃ ৪

কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সেমিনারে নেতৃবৃন্দ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বেছে নিতে বাধ্য হবে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সহ-সভাপতি আল্লামা আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে গতকাল সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। সেমিনারে নির্ধারিত বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মুশতাক আহমদ, মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা আহমাদুল হক। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন মুফতী ফজলুল হক আমিনী, মুফতী ওয়াক্কাস, আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী, মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা ইমরান মাযহারী, মাওলানা ওমর ফারুক, মাওলানা গোলাম মস্তুফা, শাহ মামুনুল হক, মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ আল ফারুকী প্রমুখ বেফাক নেতা।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা আশরাফ আলী বলেন, কওমী মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী অথবা জঙ্গীদের কোন স্থান নেই। অতীতেও ছিল না ভবিষ্যতেও থাকবে না। তিনি বলেন, চরিত্রহীনতার কারণে সন্ত্রাসী জঙ্গী ও দুর্নীতি হয়। আর দেশের হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা, মক্তব সমাজকে চরিত্রবান বানাতে বৃহৎ খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। মাওলানা আশরাফ আলী শক্ত কণ্ঠে বলেন, তল্লাশির নামে হয়রানি বরদাশত করা হবে না। অবিলম্বে বর্তমান হয়রানি বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, বেফাক যিভাবে কওমী সনদের স্বীকৃতি নিবে তা বেফাকই ঠিক করবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অতি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবী করেন। অন্যথায় গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী রাজধানীতে কওমী মহাসমাবেশ ডেকে দাবী আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মাওলানা নূর হোসেন কাসেমী বলেন, আমরা কওমী সনদের স্বীকৃতি চাই কিন্তু অনুদান নিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণে যেতে চাই না। তিনি বলেন, কওমী শিক্ষার সিলেবাস স্বতন্ত্র থাকবে। তিনি আরো বলেন, মুসলিম দেশ বাংলাদেশে একটিই শিক্ষানীতি থাকবে আর সে শিক্ষা নীতি হবে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ধর্মমুখী শিক্ষানীতি।

মুফতী ফজলুল হক আমিনী বলেন, সরকারের মনের ভেতরে কওমী মাদ্রাসা ধ্বংসের চক্রান্ত রয়েছে। কওমী মাদ্রাসাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিতে দেয়া হবে না। কওমী মাদ্রাসাকে স্কুল-কলেজ বানাতে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসার অস্তিত্ব রক্ষার সকল কওমী মাদ্রাসাকে একটি কওমী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, কওমী মাদ্রাসা নিয়ে অপবাদ সহ্য করা হবে না।

মুফতী মোহাম্মদ ওয়াক্কাস বলেন, দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সুন্নতের শিক্ষা নেই। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে মুসলমানিত্ব রক্ষা হয় না। তিনি বলেন, কওমী সনদের স্বীকৃতির আশ্বাস বর্তমান সরকারের একটি রাজনৈতিক টোপ। তিনি আরো বলেন, কওমী সিলেবাস তৈরীর জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব একটি সরকারী চক্রান্ত।

মাওলানা নূরুল ইসলাম বলেন, ঘুষ খাওয়া ও দুর্নীতি করার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে ... শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। তিনি বলেন, ... কাদের মদদে কওমী মাদ্রাসাকে জঙ্গীবাদের প্রজনন কেন্দ্র বলেছেন তা উদঘাটন করতে হবে।

সেমিনারে প্রস্তাব পাঠ করেন বেফাক মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার। প্রস্তাবে বলা হয়, প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার আমূল সংস্কার সাধন করে এ শিক্ষাকে জ্ঞানমুখী কর্মমুখী ধর্মমুখী ও সমাজের সেবামুখী করে গড়ে তুলতে হবে। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ধারার চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণা উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আদর্শ, স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও স্বকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর স্বীকৃতি দিতে হবে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষায় তথ্য সংগ্রহের নামে মাদ্রাসা ছাত্র উস্তাদদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। বেফাক কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি চায়, তবে এমপিওভুক্তি ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ চায় না। কওমী মাদ্রাসাসমূহ আইনমন্ত্রী কর্তৃক জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র বলার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে এ ষড়যন্ত্র বন্ধের দাবী করা হয়। আগামী দুই মাসের মধ্যে দেশের প্রতিটি থানা, জেলায় ও সকল মাদ্রাসায় সেমিনার ও আলোচনা সভা করে কওমী মাদ্রাসার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরার ...